ব্রিটেনে বাংলাদেশী তরুনের ‘কাগজের বৌ’

অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশী অভিভাবকরা এই ‘মেয়ে-ধরা’ ছাত্রদের কাছ থেকে সাবধান!

২৫ বছরের ব্যাংলাদেশী ছ াত্রের ৪৮ বছর বয়েসী ইউরোপীয় বধূ

স্টুডেন্ট ভিসায় ব্রিটেনে যাবার পর ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর হাত থেকে রেহাই পেতে নিজের চেয়ে ২২ বছর বয়স্ক এক মহিলার সঙ্গে ভূয়া বিয়ে করে ধরা পড়েছেন বাংলাদেশী এক তরুণ। ২৫ বছর বয়সী বাংলাদেশী তরুণ মো. তানিন নিজে সাজানো বিয়ে করে ক্ষান্ত হননি। তিনি চার পুর্তগিজ মহিলাকে লন্ডনে নিয়ে আসেন তার চার বাংলাদেশী বন্ধুর সঙ্গে বিয়ে দেয়ার কথা বলে। তানিন ও তার তথাকথিত স্ত্রী ধরা পড়ে এখন প্রতারণা ও অভিবাসন আইন অমান্য করার অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি। এই ঘটনা লণ্ডনে তোলপাড় ফেলেছে। ব্রিটেনের ডেইলি মেইল গতকাল এই খবর প্রকাশ করেছে।

সূত্র জানায়, ২০০৩ সালে স্টুডেন্ট ভিসায় মো. তানিন ব্রিটেনে যান। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে তার ভিসার মেয়াদ শেষ হবার কথা ছিল। কিন্তু ব্রিটেনে থেকে যাবার জন্য তিনি প্রতারণার আশ্রয় নেন। নিজের চেয়ে ২২ বছর বেশি বয়সী মহিলা মারিয়া মারকুইসের সঙ্গে তিনি সাজানো বিয়ের ফন্দি করেন। এরপর ভিসার মেয়াদ শেষ হবার তিন মাস আগে ২০০৯ সালের ২৪ নভেম্বর লণ্ডনের বো চার্চে তিনি মারকুইসের বিয়ের অভিনয় করেন। সাজানো বিয়ের মাধ্যমে অভিবাসন আইনের সঙ্গে প্রতারণা করার এই বুদ্ধি আবিষ্কার করার পর তা থেকে তিনি টাকা উপার্জনের চিন্তাভাবনা করেন। তানিন তার চার বাংলাদেশি বন্ধুকেও একই উপায়ে ব্রিটেনে থেকে যাবার উপায় বলেন। তানিন সব দায়িত্ব হাতে নেন। গত বছর জুলাইতে পুর্তগাল গিয়ে তিনি সেখান থেকে চার মহিলাকে লন্ডন নিয়ে আসেন সাজানো বিয়ের পাত্রী করার জন্য। বিয়ের জন্য ভূয়া কাগজপত্রও তৈরী করে ফেলা হয়। এই কাজের জন্য তানিন তার প্রতি বন্ধুর নিকট থেকে ২ হাজার ব্রিটিশ পাউণ্ড করে পারিশ্রমিক নেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। তানিনের বন্ধুরা এই প্রতারণার কথা আদালতে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তানিন দাবি করেছেন, তার বিয়ে সাজানো নয়। আসল বিয়ে। গতকাল লন্ডনের একটি আদালতে তাদের হাজির করা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত হলে সবাইকে বহিষ্কার করা হতে পারে।

সংবাদসূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক, বৃহস্পতিবার, ২৪ নভঃ ২০১১ (www.karnafuli.com)